কালের কণ্ঠ

তারিখ 27 JUN 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

হঠাৎ বুয়েট বন্ধে বিপাকে বিদেশি শিক্ষার্থীরা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

টার্ম ফাইনাল পরীক্ষার তারিখ পেছানোর দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ও
ভাঙচুরের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) অনির্দিষ্টকাল
বন্ধ এবং দুই ঘণ্টার নোটিশে আবাসিক হল ত্যাগের নির্দেশে বিশেষ করে
বিদেশি শিক্ষার্থীরা চরম বিপাকে পড়েছেন। গত বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়
কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।
শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বুয়েটে নেপাল থেকে এক ছাত্রীসহ মোট
৩০ জন, ভারতের দুজন ছাত্র ও দুজন ছাত্রী এবং পাকিস্তানের একজন ছাত্র
অধ্যয়ন করছেন। স্বল্প সময়ের নোটিশে হল ত্যাগের কর্তৃপক্ষীয় সিদ্ধান্ত
তাঁদেরকে সমস্যায় ফেলে দিয়েছে।
গত বুধবার রাতে পরীক্ষার তারিখ পেছানোর আন্দোলনে বুয়েটের একাডেমিক
ভবন ভাঙচুর ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্যাম্পাসের
নিরাপত্তা ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে গত বৃহস্পতিবার অনির্দিষ্টকালের
জন্য ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সেদিন বিকেল ৫টার
মা...ই আবাসিক শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়।
নেপালের শিক্ষার্থীরা বলেন, প্রশাসনের এমন সিদ্ধান্তে তাঁরা কঠিন সমস্যায়
পড়েছেন। স্থানীয় শিক্ষার্থীদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব ঢাকায় থাকায় তাঁরা
সেখানে গিয়ে উঠেছেন। কিন্তু বিদেশি শিক্ষার্থীদের কোথাও থাকার জায়গা নেই।
কয়েকজন শিক্ষার্থী বন্ধুর বাসায় গিয়ে উঠলেও বড় অংশই থাকছে ঢাকার
কোনো আবাসিক হোটেল কিংবা গেস্টহাউসে।
শিক্ষার্থীরা জানান, নেপালি শিক্ষার্থীদের জন্য দেশে ফিরে যাওয়াও
সময়সাপেক্ষ। দেশে ফিরতে নিজ দেশের এমব্যাসিতে আবেদন করতে হয়। সব
প্রক্রিয়া শেষ করতে প্রায় দেড় মাস সময় লেগে যায়। দেশে যেতে যে অর্থ ব্যয়
হয় সেই অর্থ দিয়ে ঢাকায় কয়েক মাস অনায়াসে চলে যায়। কাজেই এখনই
হঠাৎ করে দেশে ফিরে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক শিক্ষার্থী বলেন, 'হল ত্যাগের নোটিশ পাওয়ার
পর শুধু পরনের কাপড় ও পাসপোর্ট নিয়ে চলে আসতে হয়েছে। কারণ কোথাও
থাকার জায়গা নেই। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে কোথায় থাকব, খালি হাতেই
বের হতে হয়েছে। দেশে ফিরতে গেলেও মাসখানেক সময় লেগে যাবে।
প্রশাসনের সিদ্ধান্তে এক অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়তে হয়েছে।'
বুয়েটের ছাত্রকল্যাণ পরিচালক দেলোয়ার হোসেন বলেন, 'বিদেশি
শিক্ষার্থীরা সমস্যায় পড়ার বিষয়টি আমাদের নজরে আছে। আগামীকাল
(শনিবার) তাদের ছাত্রকল্যাণ অফিসে দেখা করতে বলা হয়েছে।
সমস্যা বিবেচনা করে ব্যবস্থা করা হবে। ইতিমধ্যে চারজন ছাত্রীর থাকার ব্যবস্থা
করা হয়েছে।'